গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৮ মে, ২০০৫ খ্রিঃ/১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩য় সভা ২৮মে, ২০০৫ তারিখ অপরাহ্ন ৩.৩০ মিনিটে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব এ, এস, এম, আব্দুল হালিম এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ের লাইব্রেরী হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগনের তালিকা সংলগ্নী-১ এ দেখান হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি সকল উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানান। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহা-পরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিবকে অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সদস্য-সচিব খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের পটভূমি বর্ননায় বলেন যে, সরকারি কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় মারা গেলে কিংবা অক্ষমতাজনিত কারণে অবসরে গেলে তাদের পরিবারবর্গকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৬৮ সনে পূর্ব পাকিস্তান সরকারি কর্মচারী কল্যাণ তহবিল অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছিল এবং একই উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সনে পূর্ব পাকিস্তান সরকারি কর্মচারী যৌথবীমা তহবিল অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে। তহবিলসমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য ছিল বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ। ট্রাষ্টি বোর্ডের কার্যক্রম কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হতো। আঞ্চলিক পর্যায়ে এর কোন অফিস ছিল না। ১৯৮২ সনে কল্যাণ এবং যৌথবীমা আইন দু'টিকে একীভূত করে সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারী কল্যাণ ও যৌথবীমা অর্ডিন্যান্স নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়।

কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের বাইরে একটি ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার সংস্থা বিদ্যমান ছিল। ৫ জানুয়ারী, ১৯৭৯ তারিখে সাবেক ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার সংস্থাকে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরে রূপান্তরিত করা হয়। পরিদপ্তর ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য খেলাধুলা. ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। কাজের ধরণ একই রকম হওয়ায় পরিদপ্তরের প্রধানকে বোর্ড অব ট্রাষ্টিজের সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়। অতঃপর ৫ মে, ১৯৯৯ তারিখে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়।

২০০৪ সনে এ সংক্রান্ত পূর্বের আইন, বিধি, অর্ডিন্যান্স, রিজলিউশন, এস,আর,ও বাতিল করে এবং সমূদয় বিষয়কে একীভূত করে ২৯ জানুয়ারী, ২০০৪ তারিখ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ প্রণীত হয় এবং সংস্থাপন সচিব মহোদয়কে চেয়ারম্যান করে একটি বোর্ড গঠিত হয়। এরপর সদস্য-সচিব কার্যপত্রের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আলোচ্যসূচী ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করেন।

CamScanner

আলোচ্য বিষয় ০১ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৯-০৮-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করনঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২য় সভার কার্যবিবরনী সম্পর্কে কোন সদস্যের নিকট হতে কোন সংশোধনী সম্পর্কীয় মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা সংস্থাপন সচিব মহোদয়ের নিকট থেকে লিখিত আকারে কার্যবিবরণীর আলোচ্যসূচী ৪ এর (ক) ও (খ) তে উল্লেখিত ২(দুই) টি বাছাই কমিটি সম্পর্কিত একটি সংশোধনী পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে বাছাই কমিটি গঠণ সম্পর্কিত সভার সিদ্ধান্ত কার্যবিবরণীতে সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। সঠিক সিদ্ধান্তটি কেন্দ্রীয় বিশেষ সাহায্য/কেন্দ্রীয় শিক্ষাবৃত্তি, চিকিৎসা, ক্লাবের অনুদান ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি আবেদনপত্রসমূহ বাছাই কমিটি থাকবে।

(০১)	সিনিয়র সহকারী সচিব(কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।	-	আহবায়ক
(০২)	উপ-পরিচালক(সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।	-	সদস্য
(০৩)	উপ-হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক(প্রঃ), ঢাকা।	-	সদস্য
(০৪)	সিভিল সার্জন এর প্রতিনিধি (মেডিক্যাল অফিসার), বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক, ঢাকা।	-	সদস্য
(০৫)	সহকারী পরিচালক/প্রশাসনিক অফিসার(সংশ্লিষ্ট), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা।	-	সদস্য-সচিব

এ প্রসঙ্গে আলোচনা কালে মহাপরিচালক উল্লেখ করেণ যে, যেহেতু বোর্ডে বর্তমানে মহাপরিচালকের পরেই উপ-পরিচালকের স্থান সেহেতু কাজের সুবিধার্থে কমিটিতে উপ-পরিচালকের পরিবর্তে সহকারী পরিচালককে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। চেয়ারম্যান মহোদয় তৎপরিবর্তে কমিটির আহবায়ক ''সিনিয়র সহকারী সচিব (কল্যাণ)'' স্থলে ''উপ-সচিব(সওক)'' কে করার স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করলে সভা তাতে একমত হয়।

আলোচ্য বিষয় ০২ঃ বিগত ২৯-০৮-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ২য় সভার সিদ্ধান্তাবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

২.ক. <u>২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে শিক্ষাবৃত্তি বন্টন ঃ</u>

ঢাকা মহানগরীসহ ৬ টি বিভাগে মোট টাঃ ১০,২১,৪৫,৩৩১/- অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং এর বিপরীতে টাঃ ৫,১০,১৬,৭০২/- (পাঁচ কোটি দশ লক্ষ ষোল হাজার সাতশত দুই) ছাড় করা হয়েছে। অগ্রগতি বাস্তবসম্মত।

২.খ. <u>চলতি অর্থ বছরে চিকিৎসা, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও অন্যান্য সাহায্য বন্টনঃ</u>

এক্ষেত্রে অগ্রগতি মন্থর বলে বোর্ড সভা মনে করে। সভা সংশ্লিষ্টগণকে সাহায্য আবেদন দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পরামর্শ দেয়।

২.গ. <u>সিলেট বিভাগীয় সদরে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ষ্টাফ বাস চালুকরণঃ</u>

সিলেট বিভাগের কমিশনার তার কার্যালয়ের স্মারক নং -সংস্থা/২-৪৩/২০০০-২০০৩/ ১৬৭৬ (৩) তাং ০৯-১২-২০০৪ মাধ্যমে একটি মিনিবাস বরাদ্দ অথবা বিকল্প ব্যবস্থায় স্থানীয়ভাবে মাসিক ভিত্তিতে বাস ভাড়ার বিষয়ে অনুরোধ করেন। বোর্ড সভায় প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা কালে বোর্ডের সদস্য-সচিব জনান যে, আপাততঃ অফিস থেকে বাস বরাদ দেয়া সম্ভব নয়। তবে মাসিক ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে বাস ভাড়ায় নেয়া যেতে পারে এবং এতে আনুমানিক টাঃ ৩.৬০ লক্ষ (তিন লক্ষ ষাট হাজার) ব্যয় হবে। উক্ত টাকা অর্থ

মন্ত্রণালয় হতে সংগ্রহ করতে হবে। খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় খুলনাসহ অন্যান্য বিভাগেও বাস প্রদানের প্রস্তাব করেণ। চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে, এটি হবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে। সিলেট বিভাগীয় সদরের অবস্থানগত কারণে সেখানে বাস জরুরী প্রয়োজন। সভায় সিলেটে বাস চালুর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

২.ঘ. চলতি অর্থ বছরে ষ্টাফ বাস পরিচালনার জন্য বাজেট ঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড পরিচালিত ষ্টাফ বাসের আসন সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এক্ষেত্রে কেন্দ্রসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে কর্তৃপক্ষের উপর আসন বৃদ্ধির অব্যাহত চাপ রয়েছে। মহা-পরিচালক জানান যে, বাস কর্মসূচী পরিচালনায় বাজেট বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। যাত্রীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ খুবই সামান্য। তাই নিজস্ব বাসের জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং ভাড়াবাসের ভাড়া পরিশোধ করা বরাদ্দকৃত অর্থে দুরূহ হচ্ছে। বর্তমান পর্যায়ে বাসভাড়া বাড়ানো হয়ত যুক্তিসঙ্গত হবে না। এ পরিস্থিতিতে আসন সংখ্যা বাড়াতে আরো বাস ভাড়া করা হলে ব্যয় মিটানো কষ্ট সাধ্য হবে। চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন যে, বাসের আসন সংখ্যা আমাদের বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে একটি পূর্নাঙ্গ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হলে, বিষয়টি সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হবে। চলতি বছরে বরাদ্দের তুলনায় ব্যয় সন্তোষজনক।

২.ঙ. চলতি অর্থ বছরে মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালনাঃ

চলতি অর্থ বছরে টাঃ ৪২,৯৫,০০০/- (বিয়াল্লিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে মার্চ/২০০৫ পর্যন্ত টাঃ ২১,৮০,৭৭৫.২০ (একুশ লক্ষ আশি হাজার সাতশত পঁচাত্তর এবং পয়সা বিশ) ব্যয় হয়েছে। অর্থ ব্যয় বাস্তবসম্মত।

২.ছ. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় বহুতল বানিজ্যিক ভবন নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনাঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মালিকানাধীন ঢাকা মহানগরীস্থ ৬নং দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকায় ৩ বিঘা ১৫ কাঠা জমি রয়েছে। এ জমি ঢাকা শহরের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় অত্যন্ত মূল্যবান। এ জমির উৎকৃষ্ট লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে তা বোর্ডের হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে বলে সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেণ। ইতোমধ্যে বি,আর,টি,সি এবং বায়তুল মোকাররম মসজিদ বরাবরে যথাক্রমে ৩.২৮ কাঠা ও ৭.১৩ কাঠা - মোট ১০.৪১ কাঠা জমি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হস্তান্তর করতে হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এ জমির মালিকানা ধরে রাখা ও এর লাভজনক ব্যবহার বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৩-০১-২০০৫ তারিখে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- উল্লেখিত জমিতে ৩০ তলা বিশিষ্ট একটি অফিস ভবন নির্মান করা হবে।
- ভবনটিতে দু'টি বেইজমেন্টসহ নীচে দু-তিনটি ফ্লোরে ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপযোগি এবং বাকি ফ্লোরগুলোতে অফিস নির্মানের ব্যবস্থা থাকবে।
- ভবনের উচ্চতলায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আধুনিক সেমিনার হল ও রেষ্টুরেন্টের ব্যবস্থা থাকবে।
- একটি প্রকল্প প্রণয়ন করে পুরো কাজটি গনপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে।

বোর্ড সভায় উল্লিখিত বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আলোচনায় বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীর দৃষ্টি আকর্ষন করা হলে তিনি জানান যে, প্রস্তাবিত স্থানে বানিজ্যিক ভবন নির্মান বিষয়ে বহুবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং স্থাপত্য অধিদপ্তর নকশা প্রণয়নে হাত দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর এগোনো যায়নি। প্রধান স্থপতি আরো জানান যে, ইতিমধ্যে তারা ভবন নির্মানের নকশা প্রণয়নের কাজে আবারও হাত দিয়েছেন যা স্বল্প সময়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। গণপূর্ত প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, নকসা পাওয়ার পর গণপূর্ত অধিদপ্তর সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় সম্পর্কে জানাতে পারবে। ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় উদ্যোগটিকে ভাল বলে উল্লেখ করে এর সফল পরিনতির উপর গুরুত্বারোপ করেণ।

চেয়ারম্যান মহোদয় জানান যে, প্রস্তাবিত স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে ৩০ তলা ভবন নির্মান বাস্তব সম্মত কিনা সে ব্যাপারে রাজউক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ভবন নির্মানের ব্যাপারে এসব সংস্থার সম্মতি/অনাপত্তি পাওয়া গেলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.জ. <u>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জনবল সমন্বয় ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন ঃ</u>

সদস্য-সচিব বোর্ডকে অবহিত করেণ যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জনবল সমন্বয় ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক সুপারিশকৃত সাংগঠনিক কাঠামো সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া বোর্ডের ২য় সভায় প্রোগ্রামারের ১ টি নতুন পদ সৃষ্টির বিষয়ে বোর্ডের পরবর্তী সভায় প্রস্তাব উপস্থাপনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। বোর্ডের কার্যক্রম কম্পিউটারাইসড হওয়ার পর প্রোগ্রামারের নতুন পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

২.ঝ. <u>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বিধিমালা প্রণয়ন ঃ</u>

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিল সমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৪ নামক একটি বিধিমালা আইন মন্ত্রণালয়ের খসড়া ভেটিং অন্তে সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে বোর্ড সভাকে অবহিত করা হয়।

২.ঠ. <u>কল্যাণ ও যৌথবীমা তহিবলের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদ্বয়ের আবাসিক টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে হিসাব রক্ষণ অফিসারদের অফিসে সংযোগ প্রদানঃ</u>

পরবর্তী সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

<u>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে ৭ টি পার্সোনাল কম্পিউটার (PC) ক্রয় এবং ৭টি ২৪ ইঞ্চি রোলার অলিম্পিয়া টাইপ রাইটার ক্রয় ঃ</u>

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ১ টি করে ৭ টি কম্পিউটার (PC) ও ১ টি করে ৭ (সাত) টি ২৪ ইঞ্চি অলিম্পিয়া টাইপ রাইটার ক্রয়ের জন্য বোর্ডের ২য় সভায় অনুমিত ব্যয় টাঃ ৫.৫০ লক্ষ মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। মঞ্জুরীকৃত অর্থে ৭ টি পাসোনাল কম্পিউটার (PC) এবং ৭ টি ২৪ ইঞ্চি অলিম্পিয়া টাইপ রাইটার ক্রয়ের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে বলে মহা-পরিচালক বোর্ডকে অবহিত করেণ। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে বিষয়টি ত্বরান্বিত করা যায় বলে সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেণ।

২.ঢ. <u>বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সকল কার্যক্রম কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ভুল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি কাষ্টমাইসড সফটওয়্যার তৈরী করণ ঃ</u>

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম সমূহ কম্পিউটারায়নের জন্য একটি কাষ্টমাইসড সফট্ওয়ার তৈরী এবং এতদবিষয়ে বোর্ডের ২য় সভায় অনুমিত ব্যয় টাঃ ৫.১৮ লক্ষ (পাঁচ লক্ষ আঠার হাজার) মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছিল। সফট্ওয়ার তৈরীর কাজ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতিমধ্যে জানা যায় যে, সরকারের ই-গভর্নেন্স পদক্ষেপ কার্যকর করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের Support to Information & Communication Technology Project (SICT Project) নামে একটি প্রকল্প রয়েছে। বোর্ডের কার্যক্রম কম্পিউটারায়নের জন্য সফট্ওয়ার তৈরী ও প্রয়োজনীয় IT support এর জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনের SICT Project এ প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে সকল রকম সহযোগিতা সেখান থেকে পাওয়া যাবে বলে বোর্ড জানতে পেরেছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় এ বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন।

২.ণ. <u>বিভিন্ন সংস্থাকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অন্তর্ভূক্তকরণ ঃ</u>

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদত্ত বিভিন্ন আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা অত্র বোর্ডে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তাব করে। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে বোর্ডের ২য় সভায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রশসান) কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর আওতায় বর্তমান জনবল, তহবিলের অবস্থা এবং কার্যক্রমের ব্যাপকতা বিবেচনা করে এ মুহূর্তে কোন সংস্থাকে অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন হবে না মর্মে মতামত প্রদান করেন।

উক্ত কমিটির মতামতের ভিত্তিতে বোর্ড বিভিন্ন সংস্থাকে এ মুহূর্তে অন্তর্ভূক্ত না করার বিষয়ে ঐকমত্য পোষন করে।

২.দ. <u>বোর্ডের কন্টিনজেন্সি ঝাড়ুদারের বেতন বৃদ্ধিকরণ ঃ</u>

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কন্টিনজেন্সী কর্মচারী হিসেবে ঝাড়ুদার নিয়োগ ও তাদের বেতন ১,৫০০/- টাকায় উন্নীতকরণ সংক্রান্ত গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে। মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত হবে বলে সভা অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচ্য বিষয় ০৩ঃ ২০০৪-২০০৫ আর্থিক বছরের সংশোধনী বাজেট এবং ২০০৫-২০০৬ আর্থিক বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন ঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিল সংক্রান্ত ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধনী বাজেট এবং ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে বোর্ড সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে কল্যাণ তহবিলের চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটে টাঃ৭১,৮৩,৬৩,২০০.৩৬ (একাত্তর কোটি তিরাশি লক্ষ তেষট্টি হাজার দুইশত টাকা এবং ছয়ত্রিশ পয়সা) ও টাঃ৪৫,৭১,৫৭,৪২৫.০০ (পঁয়তাল্লিশ কোটি একাত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশত পঁচিশ) ব্যয় প্রস্তাব এবং ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের জন্য টাঃ ৪১,৬৯,৩৭,৫০০.০০(একচল্লিশ কোটি উনসত্তর লক্ষ সাইত্রিশ হাজার পাঁচশত) আয় ও টাঃ ৫১,২৪,৮০,০০০.০০

CamScanner

(একান্ন কোটি চব্বিশ লক্ষ আশি হাজার) ব্যয় সম্বলিত প্রস্তাবিত বাজেট সভায় অনুমোদিত হয়। একইভাবে যৌথবীমা তহবিলের জন্য চলতি বছরে টাঃ ৩২,৯৫,৬০,৮৫০.০০ (বত্রিশ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ ষাট হাজার আটশত পঞ্চাশ) আয় এবং টাঃ ১৯,৮১,৫৭,৯৫৮.৫২ (উনিশ কোটি একাশি লক্ষ সাতান্ন হাজার নয়শত আটান্ন এবং পয়সা বাহান্ন) ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত বাজেট এবং ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের জন্য টাঃ ১৯,২৬,৪৯,০০০.০০ (উনিশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার) আয় এবং ২৫,৯৭,১৫,০০০.০০ (পঁচিশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ পনের হাজার) ব্যয় সম্বলিত প্রস্তাবিত বাজেট সভায় অনুমোদিত হয় (সংলগ্নী - ২)।

আলোচ্য বিষয় ০৪ ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কার্যাবলী বিভাগীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহা-পরিচালক ও সদস্য-সচিব বোর্ডকে অবহিত করণে যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর ৩৪(ক) এর মাধ্যমে সাবেক বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ (কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল), ১৯৮২ রহিত হয়েছে এবং ৩৪(অ) (i) এ সকল সম্পদ, ক্ষমতা, অধিকার কর্তৃত্ব বোর্ডে ন্যাস্ত হয়েছে। এ আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বোর্ডের সকল কল্যাণ কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ করে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহজ ও স্বল্প সময়ের মধ্যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীতব্য বিধি মালা সরকারের বিবেচনার জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে বলে বোর্ডকে অবহিত করা হয়। ফলে পূর্বের বিধানানুযায়ী মহা-পরিচালক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার যৌথস্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার মাধ্যমে বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় বিভিন্ন আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সদস্য-সচিব বিভিন্ন কার্যাবলী সরকার ও জনগনের প্রত্যাশা অনুযায়ী বিভাগীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব করেণ। তবে বিধিমালা অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত আঞ্চলিক কল্যাণ কমিটি কর্তৃক তৈরী চূড়ান্ত তালিকা প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হলে মহা-পরিচালক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে চেক প্রদান করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। কমিশনার ও উপ-পরিচালকগণ সকলেই এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানালে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয় ০৫ঃ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে তাদের অনুকূলে সহজ শর্তে ও দীর্ঘ কিস্তিতে প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান ঃ

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে তাদের অনুকূলে সহজ শর্তে ও দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তিতে প্লট/ফ্লাট বরাদ্দের বিষয়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এ বিধান রাখা হয়েছে। বিষয়টিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সিদ্ধান্তও পাওয়া গেছে। সদস্য-সচিব উল্লেখ করেন যে, বিষয়টিতে যেহেতু সরকারের উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারকদের সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন তাই সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সচিব পর্যায়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে। বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় এতে একমত পোষন করেন এবং এটি সভায় গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয় ০৬ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, যৌথবীমা ও কল্যাণ তহবিলের ডাকঘর সঞ্চয় হিসাবে ৩(তিন) বছর মেয়াদে বিনিয়োগকৃত সমুদয় অর্থ মেয়াদান্তে যথাক্রমে জনতা ব্যাংক, তোপখানা রোড কর্পোরেট শাখায় ও সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখায় স্থানান্তরের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন।

যৌথবীমা তহবিলের অর্থ ঢাকা জি,পি,ও-তে ডাকঘর সঞ্চয়ী হিসাবে হিসাব নং জেএফডি- ৪৩০৪৯ এ রক্ষিত আছে। যার হিসাব নিম্নরূপ ঃ

CamScanner

(১) টাঃ ৭,৩৮,৯০,৫২০/- ২৪-০৩-২০০২ তারিখ হতে

(২) টাঃ ৬,৬৯,৫২,৯২৩/- ১৫-০৪-২০০২ তারিখ হতে

(৩) টাঃ ৭১,৮৮,৫২০/- ০৯-০৫-২০০২ তারিখ হতে

(৪) টাঃ ১,৮৭,০৬,৪২৮/- ১৭-০৭-২০০২ তারিখ হতে

(৫) টাঃ ৭৯,৬৩,৪০৮/- ২৪-০৯-২০০২ তারিখ হতে

(৬) টাঃ ১৮,২১,৩৮,১০০/- ১১-০৭-২০০৪ তারিখ হতে

অনুরূপভাবে কল্যাণ তহবিলের টাকা ডাকঘর সঞ্চয় হিসাব নং এফ,ডি ৪৩২২৬ এতে তিন বছর মেয়াদে বিনিয়োগ করা আছে। এর হিসাব নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	বিনিয়োগের প্রকার	বিনিয়োগের তারিখ	বিনিয়োগকৃত টাকা পরিমান	মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ
০১।	ডাকঘর সঞ্চয় হিসাব নং এফ,ডি-৪৩২২৬	০১-০৬-২০০২	৩১,২৬,৭৫,৭৮০.০০	৩১-০৫-২০০৫
০২।	"	২৪-০৬-২০০২	১৫,৩৪,৮৮,০০০.০০	২৩-০৩-২০০৫
০৩।	"	০২-০৯-২০০২	২৫,৩৮,০০,০০০.০০	০১-০৯-২০০৫
০৪।	"	২৮-১০-২০০২	৯,৬৭,০০,০০০.০০	২৭-১০-২০০৫

০১।	সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখায়, ঢাকা	১৩-১২-২০০৪	৪০,০০,০০,০০০.০০	১২-১২-২০০৭
০২।	"	১৭-০২-২০০৫	১৮,০০,০০,০০০.০০	১৬-০২-২০০৮
		মোট ঃ	১৩৯,৬৬,৬৩,৭৮০.০০	

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৮-০৭-২০০৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত ডাকঘর সঞ্চয়ী ব্যাংকের মেয়াদী হিসাবে সকল প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের সুবিধা বাতিল করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা জি,পি,ও - তে বিনিয়োগকৃত কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিলের অর্থ মেয়াদ শেষে স্থানান্তর বাধ্যতামূলক। তদানুযায়ী যৌথবীমা তহবিলের মেয়াদ পুর্ণ ৩ টি হিসাবে টাকা উত্তোলন পূর্বক জনতা ব্যাংক, তোপখানা রোড কর্পোরেট শাখায় রাখা হয়েছে। এসব হিসাব থেকে লব্ধ মুনাফা দ্বারা বাজেট ঘাটতি মিটানোর পর অবশিষ্ট অর্থ ১ (এক) বছর মেয়াদে বিনিয়োগ করা হয়েছে। একইভাবে কল্যাণ তহবিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ অর্থ মুনাফাসহ ডাকঘর সঞ্চয় হিসাব হতে উত্তোলন পূর্বক সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখায় স্থানান্তর করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর বোর্ড বিষয়টিতে ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়।

আলোচ্য বিষয় ০৭ঃ ষ্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সৃষ্ট পদ সংরক্ষণ ঃ

ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর নিম্নবর্নিত ১৩১টি পদ ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭(সাতচল্লিশ) টি পদ ৩০ জুন, ২০০৬ পর্যন্ত নির্দ্ধারিত বেতন স্কেলে ও বেতনে সংরক্ষণের বিষয়ে সভায় আলোচনা ও অনুমোদিত হয়।

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	পূর্বের বেতন স্কেল	মন্তব্য
১।	কম্পিউটার অপারেটর	১ (এক)	২৫৫০-৫৫০৫/-	
২।	সুপার ভাইজার(নন-টেকনিক্যাল)	১ (এক)	২২৫০-৪৭৩৫/-	
৩।	গাড়ী চালক	৫৭ (সাতান্ন)	১৯৭৫-৩৯২০/-	
৪।	মেকানিক	১ (এক)	১৯৭৫-৩৯২০/-	
৫।	টিকেট চেকার	২ (দুই)	১৮৭৫-৩৬০৫/-	
৬।	টাইম-কীপার	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-	
৭।	ষ্টোর-কীপার	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-	
৮।	সহঃ-কাম-মুদ্রাক্ষরিক	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-	

CamScanner

৯।	আদায়কারী	২ (দুই)	১৮৭৫-৩৬০৫/-	
১০।	রেকর্ড-কীপার	১ (এক)	১৭৫০-৩৩০০/-	
১১।	সহকারী মেকানিক	৪ (চার)	১৭৫০-৩৩০০/-	
১২।	মেকানিক হেলপার	৬ (ছয়)	১৫০০-২৪০০/-	
১৩।	বাস হেলপার	৩৮ (আটত্রিশ)	১৫০০-২৪০০/-	
১৪।	দারোয়ান	৬ (ছয়)	১৫০০-২৪০০/-	
১৫।	গাড়ী চালক	৫(পাঁচ)	নির্ধারিত বেতনে	
১৬।	বাস হেলপার	৪ (চার)	নির্ধারিত বেতনে	
	মোট ঃ	১৩১টি		

মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিম্নবর্নিত ৪৭(সাত চল্লিশ)টি পদ।

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	পদের নাম	পদের সংখ্যা	পূর্বের বেতন স্কেল
১।	মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম-কমিউনিটি সেন্টার, মতিঝিল, ঢাকা।	ক) সুপার ভাইজার	১ (এক)	২২৫০-৪৭৩৫/-
		খ) কম্পিউটার অপারেটর কাম-প্রশিক্ষিকা।	১ (এক)	২৫৫০-৫৫০৫/-
		গ) প্রশিক্ষিকা (বুনন ও এমব্রঃ)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		ঘ) প্রশিক্ষিকা (সেলাই)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		ঙ) প্রশিক্ষিকা (সেক্রেঃ সায়েন্স)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		চ) প্রশিক্ষিকা (টাইপিং)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		ছ) মেকানিক	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		জ) মেসেঞ্জার	১ (এক)	১৫০০-২৪০০/-
		ঝ) দারোয়ান	৩ (তিন)	১৫০০-২৪০০/-
		ঞ) সুইপার	২ (দুই)	১৫০০-২৪০০/-
		মোট ঃ	১৩(তের) টি	
২।	মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আগ্রাবাদ কলোনী চট্টগ্রাম।	ক) কম্পিউটার অপারেটর কাম-প্রশিক্ষিকা	১ (এক)	২৫৫০-৫৫০৫/-
		খ) প্রশিক্ষিকা (বুনন ও এমব্রঃ)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		গ) প্রশিক্ষিকা (সেলাই)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		ঘ) প্রশিক্ষিকা (সেক্রেঃ সায়েন্স)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		ঙ) মেসেঞ্জার	১ (এক)	১৫০০-২৪০০/-
		চ) দারোয়ান	৩ (তিন)	১৫০০-২৪০০/-
		ছ) সুইপার	১ (এক)	১৫০০-২৪০০/-
		মোট ঃ	৯ (নয়)টি	
৩।	মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বয়রা, খুলনা।	ক) কম্পিউটার অপারেটর কাম-প্রশিক্ষিকা	১ (এক)	২৫৫০-৫৫০৫/-
		খ) প্রশিক্ষিকা (বুনন)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		গ) প্রশিক্ষিকা (সেলাই)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		ঘ) প্রশিক্ষিকা (সেক্রেঃ সায়েন্স)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		ঙ) মেসেঞ্জার	১ (এক)	১৫০০-২৪০০/-
		চ) দারোয়ান	৩ (তিন)	১৫০০-২৪০০/-
		ছ) সুইপার	১ (এক)	১৫০০-২৪০০/-
		মোট ঃ	৯ (নয়) টি	
৪।	মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হেলেনাবাদ কলোনী, রাজশাহী	ক) কম্পিউটার অপারেটর কাম-প্রশিক্ষিকা	১ (এক)	২৫৫০-৫৫০৫/-
		খ) প্রশিক্ষিকা (বুনন)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		গ) প্রশিক্ষিকা (সেলাই)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		ঘ) প্রশিক্ষিকা (সেক্রেঃ সায়েন্স)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		ঙ) প্রশিক্ষিকা (টাইপিং)	১ (এক)	১৮৭৫-৩৬০৫/-
		চ) মেসেঞ্জার	১ (এক)	১৫০০-২৪০০/-
		ছ) দারোয়ান	৩ (তিন)	১৫০০-২৪০০/-
		জ) সুইপার	১ (এক)	১৫০০-২৪০০/-
		মোট ঃ	১০ (দশ) টি	

৫।	মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল।	ক) কম্পিউটার অপারেটর কাম-প্রশিক্ষিকা খ) প্রশিক্ষিকা (বুনন ও এমব্রঃ) গ) প্রশিক্ষিকা (টাইপিং) ঘ) মেসেঞ্জার ঙ) দারোয়ান	১ (এক) ১ (এক) ১ (এক) ১ (এক) ২ (দুই)	২৫৫০-৫৫০৫/- ১৮৭৫-৩৬০৫/- ১৮৭৫-৩৬০৫/- ১৫০০-২৪০০/- ১৫০০-২৪০০/-
		মোট ঃ	৬(ছয়) টি পদ	
		সর্বমোট ঃ	৪৭(সাতচল্লিশ) টি পদ	

আলোচ্য বিষয় ০৮ঃ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের যৌথবীমার প্রিমিয়াম বাবদ সরকার কর্তৃক প্রদেয় অনুদানের অর্থ বৃদ্ধিকরণ ঃ

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের যৌথবীমার প্রিমিয়াম বাবদ সরকারি অনুদান হিসাবে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছরে থোক হিসেবে টাঃ ১৪.৫০ কোটি (চৌদ্দ কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ) করে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যানুপাতে এ বাবদে নির্ধারিত হারে প্রায় টাঃ ২২.৫০ কোটি (বাইশ কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ) প্রিমিয়াম পাওয়ার কথা, কিন্তু পাওয়া যায় মাত্র টাঃ ১৪.৫০ কোটি (চৌদ্দ কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ)। মৃত কর্মচারীর যৌথবীমার দাবী ২৪ মাসের মূলবেতনের সমপরিমান, সর্বোচ্চ টাঃ ১.০০ লক্ষ (এক লক্ষ)। কয়েক দফায় জাতীয় বেতন স্কেল উন্নীত হওয়ায় বর্তমানে প্রায় সকল শ্রেণীর কর্মচারীর ২৪ মাসের গড় বেতন এক লক্ষ টাকায় পৌছায়। ফলে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে মৃত কর্মচারীদের যৌথবীমা দাবীর অংক প্রায় ২৬ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এদিকে প্রতি বছরই বাজেট ঘাটতি থাকায় যৌথবীমার সাহায্য প্রদানে বিঘ্ন ঘটে চলেছে এবং মৃত কর্মচারীদের পরিবার এতে বিলম্বজনিত কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে। এ অবস্থা নিরসন কল্পে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের যৌথবীমা প্রিমিয়াম বাবদে বরাদ্দ টাঃ ১৪.৫০ কোটি থেকে টাঃ ২০.০০ (বিশ কোটি)-তে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়। সভা এ প্রস্তাব অনুমোদন করে। তদানুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠাবার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০৯ ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সফট্ওয়্যার তৈরীর জন্য ৬টি কম্পিউটার, ১টি সার্ভার ও Oracle 9i/10g ক্রয়ের অনুমোদন ঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমসমূহ কম্পিউটারায়নের নিমিত্তে সফট্ওয়্যার তৈরীর জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির ১৭-০৪-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বোর্ডের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কমপক্ষে ৬(ছয়) টি কম্পিউটার, ১(এক) টি সার্ভার (Linux base) এবং Oracle 9i/10g ক্রয় ও কম্পিউটারে প্রশিক্ষিত জনবল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে সরকারের ই-গভর্নেন্স কার্যকর করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের SICT Project (Support to Information & Communication Technology Project) এ যোগাযোগ করে জানা যায় যে, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠালে তারা কাষ্টমাইস্‌ড সফট্ওয়ার ডেভেলপ করা, প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সরবরাহ ও সকল প্রকার IT suport প্রদান করে থাকে। সভা সে লক্ষে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেয়।

আলোচ্য বিষয় ১০ঃ কোন কর্মচারী সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে মামলা পরিচালনায় আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান ঃ

কোন কর্মচারী সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে তাকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে বিশেষ ক্ষেত্রে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে আলোচনা

CamScanner

করা হয়। বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কমিটি এরূপ ক্ষেত্রে একজনকে এককালীন সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা প্রদানের সুপারিশ করে। এ ব্যাপারে আইনগত ও আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির আবেদন করার জন্য ফরমের একটি নমুনাও কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়। আলোচনা কালে সভা লক্ষ্য করে যে, ফরমের অন্যান্য কলাম যথাযথ আছে তবে ১২নং কলামে "মামলার রায়" বিষয়টি সম্পর্কে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়। মামলার আর্থিক সহায়তা সর্বোচ্চ টাঃ ১.০০ লক্ষ (এক লক্ষ) বহাল রাখার বিষয়ে সকলে একমত প্রকাশ করেণ।

আলোচ্য বিষয় ১১ঃ মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারে একটি নন-এস,টি,ডি টেলিফোন লাইন সংযোগ প্রদান ঃ

মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সারাদেশে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড পরিচালিত ০৫ টি মহিলা কারিগরি কেন্দ্রের অন্যতম একটি। সরকারি কর্মচারীদের পরিবারগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার মহৎ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ট্রেডে সরকারি কর্মচারীদের ইচ্ছুক সন্তানদের প্রশিক্ষন প্রদানের জন্য এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ কেন্দ্রটি ঢাকা মহানগরীর অন্যতম একটি ব্যস্ত জায়গায় একটি মাঠের ধারে অবস্থিত কমিউনিটি হলের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত। এ কমিউনিটি হলটি বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাড়ায় প্রদান করা হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান থেকে বার্ষিক অনেক টাকা আয় হয়। উক্ত কেন্দ্রে টেলিফোন না থাকায় মিলনায়তনটি ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে যোগাযোগ রক্ষা এবং তথ্য আদান-প্রদানে অসুবিধা হয়। কমিউনিটি সেন্টারের দক্ষ পরিচালনার সুবিধার্থে এরূপ অসুবিধা দূরীকরণার্থে মতিঝিল মহিলা কর্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি নন-এসটিডি টেলিফোন সংযোগ দেয়ার বিষয়ে সভায় প্রস্তাব করা হলে তা সম্মানিত সদস্যদের সমর্থন লাভ করে।

আলোচ্য বিষয় ১২ ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর বিভিন্ন উপ-কমিটির সদস্যদের সম্মানী ঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে সরকারি কর্মচারী কিংবা তাদের পরিবারদেরকে বিভিন্ন রকম আর্থিক সহায়তা ঃ যেমন; চিকিৎসা,. শিক্ষা বৃত্তি, দাফন/অন্তেষ্টিক্রিয়া, ক্লাব/কমিউনিটি সেন্টারের অনুকূলে অনুদান বরাদ্দ বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সম্মানিত সদস্যদের প্রত্যেককে প্রতি সভার জন্য টাঃ ৩০০/- করে সম্মানি প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি ও বিভাগ পর্যায়ে অনুরূপ কমিটি সমূহের সদস্যদের সম্মানী প্রদানের প্রস্তাব সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। বরিশাল বিভাগের কমিশনার মহোদয় সম্মানী প্রদানের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। চেয়ারম্যান মহোদয় কেন্দ্রের বরাদ্দ বিবেচনা কমিটির অনুরূপ আঞ্চলিক পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরনান্তে একটি মাত্র বরাদ্দ বিবেচনা কমিটি সদস্যদের সম্মানীভাতা বর্তমান প্রচলিত হারে প্রদান করা যায় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। অন্যান্য সদস্যগণও এতে সায় দেন।

১৩। সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

সদস্যদের বিশেষতঃ বিভাগীয় কমিশনারগণের অংশ গ্রহনে বিশদ ও প্রাণবন্ত আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় ঃ

(১) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (সওক), কেন্দ্রীয় বিশেষ সাহায্য/কেন্দ্রীয় শিক্ষাবৃত্তি, চিকিৎসা, ক্লাবের অনুদান ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি আবেদনপত্রসমূহ বাছাই কমিটির আহবায়ক হবেন।

CamScanner

(২) সিলেট বিভাগীয় সদরে কর্মচারীদের জন্য স্থানীয়ভাবে বাৎসরিক ভিত্তিতে একটি বাস ভাড়া করা হবে, এ বাবদে প্রাক্কলিত ব্যয় টাঃ ৩.৬০ লক্ষ (তিন লক্ষ ষাট হাজার) অনুমোদন করা হয়। ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের বাজেটে এ অতিরিক্ত ব্যয় অন্তর্ভূক্ত ও অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে।

(৩) কল্যাণ বোর্ডের ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর পরিচালিত ষ্টাফ বাসের আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের বাজেটে এবাবদে বর্দ্ধিত আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলন অন্তর্ভূক্ত করে অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে।

(৪) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গার উৎকৃষ্ট লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করণার্থে উক্ত জায়গায় একটি বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মানের জন্য সকল প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রাক্কলিত ব্যয় বিবরণ সম্বলিত একটি সার-সংক্ষেপ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা হবে।

(৫) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে অন্য কোন সংস্থার অন্তর্ভূক্তির বিষয় আপাততঃ স্থগিত থাকবে।

(৬) কল্যাণ ও যৌথবীমা তহবিলের চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট সংলগ্নী-২ মোতাবেক অনুমোদিত হয়।

(৭) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম বিভাগীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ হবে। আপাততঃ আঞ্চলিক কল্যাণ কমিটির চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী মহা-পরিচালক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে চেক প্রদান করা হবে।

(৮) সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে তাদের অনুকূলে সহজ শর্তে ও দীর্ঘ কিস্তিতে প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং গৃহায়ন ও পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৯) যৌথবীমা ও কল্যাণ তহবিলের বিনিয়োগকৃত অর্থের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনসহ মেয়াদ উত্তীর্ণ সকল হিসাবের মূলধন ডাকঘর সঞ্চয় হিসাব থেকে উত্তোলন করে যথাক্রমে জনতা ব্যাংক, তোপখানা রোড কর্পোরেট শাখায় এবং সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখায় ৩ (তিন) বছর মেয়াদী স্থায়ী বিনিয়োগ ও প্রাপ্ত মুনাফা ঘাটতি বাজেট মিটানো সাপেক্ষে ১ (এক) বছর মেয়াদী বিনিয়োগ করতে হবে।

(১০) ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর ১৩১ টি পদ ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭ টি পদ নির্দ্ধারিত বেতনে ৩০ জুন, ২০০৬ পর্যন্ত সংরক্ষণের প্রস্তাব বোর্ড অনুমোদন করে।

(১১) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের যৌথবীমার প্রিমিয়াম বাবদ সরকার কর্তৃক প্রদেয় বরাদ্দ টাঃ ১৪.৫০ কোটি (চৌদ্দ কোটি পঁঞ্চাশ লক্ষ) থেকে টাঃ ২০.০০ কোটি (বিশ কোটি)-তে উন্নীত করার প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে যথাযথভাবে পেশ করতে হবে।

(১২) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রমসমূহ কম্পিউটারায়নের নিমিত্তে কাষ্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরী ও ৬(ছয়) টি কম্পিউটারসহ ১(এক) টি সার্ভার (Linux base) সরবরাহ এবং এতদসংক্রান্ত প্রযুক্তিগত Oracle

9i/10g সহায়তার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের SICT Project বরাবর সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

(১৩) সরকারি দায়িত্ব পালনের ফলশ্রুতিতে কোন ~~সরকারি~~ কর্মচারী মামলায় জড়িত হলে তাকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ টাঃ ১.০০ লক্ষ (এক লক্ষ) প্রদান করা যাবে এবং আবেদন ফরম আরো পরীক্ষা করতে হবে।

(১৪) মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করা হবে।

(১৫) কল্যাণ বোর্ডের কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্য/অনুদান বরাদ্দ উপ-কমিটির ন্যায় আঞ্চলিক পর্যায়ে অনুরূপ বিভাগীয় সাহায্য/অনুদান উপ-কমিটির (একটি এবং বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকরী করার পর) সদস্যগণ প্রতি মিটিং এর জন্য টাঃ ৩০০/- হারে সম্মানী ভাতা পাবেন।

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেণ।

(এ, এস, এম, আব্দুল হালিম)
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

নিশ্চিত (confirm) করা হল।
২৭/২/০৫

CamScanner

সংলগ্নী - ১

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর ২৮-০৫-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬য় সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)ঃ-

০১. মিয়া মুশতাক আহমদ
কমিশনার, ঢাকা বিভাগ।

০২. মোঃ আশরাফুল মকবুল
কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ।

০৩. এ, টি, কে, এম, ইসমাইল
কমিশনার, বরিশাল বিভাগ।

০৪. মোঃ আব্দুল হাকিম মন্ডল
কমিশনার, সিলেট বিভাগ।

০৫. মোঃ আলিমুশ্বান
কমিশনার, খুলনা বিভাগ।

০৬. মোঃ মোসলেহ উদ্দিন
কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ।

০৭. ডাঃ মোঃ মাহমুদ হোসেন
উপ-পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

০৮. মহীতোষ দে আমিন
উপ-পরিচালক(চঃদাঃ), বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৯. খন্দকার খালেদা খানম
উপ-পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১০. মোঃ তৌফিকুল বাশার
উপ-পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১১. মোঃ শাহ্ জাহান মিয়া
উপ-পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১২. সানোয়ার হোসেন
উপ-পরিচালক (কর্মসূচী), প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

১৩. টি, আই, এম, নূরন্নবী চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৪. এ, এস, এম, ইসমাইল
উপ প্রধান স্থপিত, স্থাপত্য অধিদপ্তর।

১৫. ইন্দ্র রাজ চাকমা
ডি,জি,এম, বি,আর,টি,সি।

১৬. প্রফেসর মোঃ শামসুর রহমান
পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাউশি অধিদপ্তর।

১৭. এ, টি, এম, শাহজাহান
এডিসিএজি (প্রশাসন), সিএজি কার্যালয়, ঢাকা।

১৮. মোঃ আমির খসরু
ডেপুটি কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিট জেনারেল, সিএজি অফিস, ঢাকা।

CS CamScanner

-২২৮-

১৯. মোঃ আজিজুল হক
উপ-সচিব (সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

২০. এ বি এম আবুল কাশেম
যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

২১. মোস্তফা কামাল হায়দার
যুগ্ম-সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

২২. আবদুস সালাম
প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর।

২৩. খুরশীদা খাতুন
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

২৪. গাজী উদ্দিন মোহাম্মদ মুনীর
সিনিয়র সহকারী সচিব (কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

২৫. এ, কে, এম, মোবাশ্বের হোসাইন
উপ-পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২৬. আছফিয়া মেহবুবা
সহকারী প্রোগ্রামার, কল্যাণ তহবিল, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২৭. মাহফুজুর রহমান
সহকারী পরিচালক (কর্মসূচী), প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২৮. মাকছুমা আকতার
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২৯. মোঃ ইউনুছ আলী মিঞা
কল্যাণ অফিসার (কর্মসূচী), প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

——— o ———

CamScanner

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের বাজেট (অনুমিত আয়)	২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের অনুমিত আয়	২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট	২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়
১। (ক)	গেজেটেড সরকারী কর্মচারীদের প্রিমিয়াম	৩,০৬,০০,০০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০	৩,২৫,০০,০০০.০০	২,২৫,৪৮,০৫৯.০০
(খ)	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রিমিয়াম	২৫,০০,০০০.০০	২০,২৫,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০	১৭,৭৮,০৬৪.১১
(গ)	নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারীদের প্রিমিয়াম বাবদ সরকারী অনুদান	১৮,৫০,০০,০০০.০০	১৪,৫০,০০,০০০.০০	১৮,৫০,০০,০০০.০০	১৪,৫০,০০,০০০.০০
(ঘ)	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	১,৩৯,৯৯,০০০.০০	১২,১৬,০০,০০০.০০	১২,১৬,০০,০০০.০০	---
(ঙ)	স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	৩,০০,০০০.০০	২,৬০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	১,৮৯,১৭১.০০
(চ)	বিবিধ (অগ্রিম ব্যতিত ও অন্যান্য)	২,০০,০০০.০০	১,৫৬,৮৫০.০০	২,০০,০০০.০০	১,৪৪,৩৫৮.০০
(ছ)	ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৪,০০,০০০.০০	২,৮৪,৪০০.০০	৪,০০,০০০.০০	২,৭৩,৪০০.০০
(জ)	সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অগ্রিম আদায়	২,৫০,০০০.০০	২,৬৫,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০	২,১১,৮২৫.৫৩
	মোট:	১৯,২৬,৪৯,০০০.০০	৩২,৯০,৬০,৮৭০.০০	৩৩,৩৩,৫০,০০০.০০	১৭,০২,৫৭,৮৫৭.৯৫

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের বাজেট (প্রস্তাবিত ব্যয়)	২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের অনুমিত ব্যয়	২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট	২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়
০১।	যৌথবীমা দাবী পরিশোধ	২৫,০০,০০,০০০.০০	১৯,৭০,০০,০০০.০০	২১,০০,০০,০০০.০০	১৭,৩৭,১৯,৮৫০.০০
	মোট:	২৫,০০,০০,০০০.০০	১৯,৭০,০০,০০০.০০	২১,০০,০০,০০০.০০	১৭,৩৭,১৯,৮৫০.০০
০২।	প্রাতিষ্ঠানিক খরচঃ				
(ক)	বেতন ও ভাতাদি				
(১)	অফিসারদের বেতন	৫,০০,০০০.০০	২,৫০,৭০৩.৫০	৩,৭০,০০০.০০	১,৭৭,৯৩৭.০১
(২)	কর্মচারীদের বেতন	১৭,৭৫,০০০.০০	১০,১৩,৩৮৭.০৫	১২,০০,০০০.০০	১,১৬,৪৪৮.৩১
(৩)	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৯,৬০,০০০.০০	৫,৭২,৭১৩.৯৮	৬,৫০,০০০.০০	৫,২১,১৩৭.৩১
(৪)	চিকিৎসা ভাতা	২,০০,০০০.০০	১,২৪,৩০০.০০	১,২৫,০০০.০০	৮৮,৫৬০.৩৮
(৫)	যাতায়াত ও টিফিন ভাতা	১,০০,০০০.০০	৬৪,০০৮.৩১	৭৫,০০০.০০	৪৭,২৪৯.৮৩
(৬)	ধোলাই ভাতা	২০,০০০.০০	৬,৬৮৭.২৩	১০,০০০.০০	৪,৭০৩.০৪
(৭)	খোলাই ভাতা	১০,০০০.০০	৪,৯৫৫.০০	৫,০০০.০০	২,২৫০.০০
(৮)	অবসর ভাতা	২০,০০,০০০.০০	৭৬,৩৯১.২১	১০,০০,০০০.০০	৮,৬২,৮৮৭.২১
(৯)	চিত্ত বিনোদন ভাতা	১,০০,০০০.০০	৩৪,৬৬৫.০০	৭০,০০০.০০	২৫,৮০৫.০০
(১০)	ভবিষ্য তহবিল পরিশোধ (চূড়ান্ত)	৫,০০,০০০.০০	১,০৮,০০০.০০	৩,৫০,০০০.০০	২,৮৯,৯৫৭.০০
(১১)	ভবিষ্য তহবিল স্থানান্তর	৩,০০,০০০.০০	১,১২,৪৫৫.০০	৩,০০,০০০.০০	৬,৪৫৫.২০
(১২)	ভ্রমন ভাতা	১,০০,০০০.০০	২০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	---
(১৩)	উৎসব ভাতা	৪,০০,০০০.০০	১,৮২,৯০৫.০০	৩,০০,০০০.০০	১,৮০,২৪২.৫০
(১৪)	সম্মানী ভাতা	৫০,০০০.০০	২৪,০০০.০০	৪৫,০০০.০০	১৪,৭০০.০০
(১৫)	মহার্ঘ ভাতা	---	১,১১,২১৩.০০	১,৭৫,০০০.০০	১,০০,৭২৭.২০
(১৬)	বাড়ী ভাড়া বিভাগীয় অফিসের জন্য এবং পানি ও বিদ্যুৎ	৩,০০,০০০.০০	---	২,৮০,০০০.০০	---
	মোট:	৭৩,১৫,০০০.০০	২৯,৬৪,৩৮৩.৫৯	৫১,৩৫,০০০.০০	৩২,০১,৩৩০.১৭
(খ)	বিভিন্ন অগ্রিম:				
(১)	সাইকেল অগ্রিম	---	---	---	---
(২)	মটর সাইকেল অগ্রিম	৭০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	৩৫,০০০.০০
(৩)	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	২,৫০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
(৪)	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম	৮,০০,০০০.০০	৪,৯২,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৩,৪৭,০০০.০০
	মোট:	১১,২০,০০০.০০	৬,৮২,০০০.০০	৮,২০,০০০.০০	৪,৮২,০০০.০০
(গ)	অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক খরচঃ				
(১)	আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত	৫,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	৬,৩৫০.০০
(২)	ফটোকপি মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ	২০,০০০.০০	১০,০০০.০০	২০,০০০.০০	---
(৩)	কার্টিজ ড্রাম টোনার ক্রয়	২,৫০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	২,১০,০০০.০০	৮২,০০০.০০
(৪)	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	৩০,০০০.০০	১২,০০০.০০	৩০,০০০.০০	---
(৫)	টাইপ মেশিন মেরামত	২০,০০০.০০	২,০০০.০০	১০,০০০.০০	---
(৬)	মনোহারী দ্রব্য	১,০০,০০০.০০	২৮,৩৫০.০০	১,০০,০০০.০০	৩০,০০০.০০
(৭)	টেলিফোন	১,০০,০০০.০০	২৩,৮৮০.০০	১,০০,০০০.০০	১৮,৫৭২.০০
(৮)	ব্যাংক চার্জ	৫,০০০.০০	৪,৫০০.০০	৫,০০০.০০	২,১৮০.০০
(৯)	বিজ্ঞাপন	২,৫০,০০০.০০	৫২,৮৭৫.০০	২,০০,০০০.০০	৭৮,৩২৮.০০
(১০)	আপ্যায়ন	১৫,০০০.০০	১০,০০০.০০	১৫,০০০.০০	৫,০০০.০০
	মোট:	১২,৮০,০০০.০০	৩,১১,৮৮৫.০০	১০,৯০,০০০.০০	১,৫০,৮৩১.০০
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক খরচ (ক+খ+গ)	৯৭,১৫,০০০.০০	৩৯,৫৮,২৬৮.৫৯	৬৯,৭৫,০০০.০০	৩৮,৮৪,১৬১.১৭
	মোট ব্যয় (১+২)	২৫,৯৭,১৫,০০০.০০	২০,০৯,৫৮,২৬৮.৫৯	২১,৬৯,৭৫,০০০.০০	১৭,৭৬,০৪,০১১.১৭
০৩।	উদ্বৃত্ত / ঘাটতি	(-) ৬,৭০,৬৬,০০০.০০	১২,৮১,০২,৬০১.৪১	১১,৬৩,৭৫,০০০.০০	(-) ৭৩,৪৬,১৫৩.২২
	মোট:	১৯,২৬,৪৯,০০০.০০	৩২,৯০,৬০,৮৭০.০০	৩৩,৩৩,৫০,০০০.০০	১৭,০২,৫৭,৮৫৭.৯৫

বিঃ দ্রঃ - ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের বাজেট ঘাটতি ১ বছর মেয়াদী স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও উহার মুনাফা উত্তোলন করে মিটানো হবে।

bi-budget_01-05_2005-2006

১৮। কর্মচারী প্রতিনিধি, ৩য় শ্রেণী।
১৯। কর্মচারী প্রতিনিধি, ৪র্থ শ্রেণী।
২০। সংশ্লিষ্ট নথি।

ক		২০০৫-২০০৬ এর বছরের বাজেট (অনুমিত আয়)	২০০৪-২০০৫ এর বছরের অনুমিত আয়	২০০৪-২০০৫ এর বছরের সংশোধিত বাজেট	২০০৩-২০০৪ এর বছরের প্রকৃত আয়
০১।	সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	১৮,০০,০০,০০০.০০	৩২,১০,৮২,৩৩৮.০০	১৮,০০,০০,০০০.০০	১৬,৪৫,৫৫,৫৫১.০০
০২।	স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	৩৫,০০,০০০.০০	২৮,০৯,২৪৭.০০	৪০,০০,০০০.০০	২৩,১৯,৮০৭.৯৪
০৩।	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	১৩.১৮,৩৭,৫০০.০০	৩৯,২৩,১১,৪১৭.০০	৩৯,২৩,১১,৪১৭.০০	১৮,৬৮,৩৭,০০০.০০
০৪।	স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	১০,০০,০০০.০০	১১,১৩.১৯৭.১৭	১০,১০,০০০.০০	৩.০৪,৩১০.২৪
০৫।	বিবিধ প্রাপ্তি				
(ক)	ঋণের আদায় ও অন্যান্য	৫,০০,০০০.০০	৪,১৯.৬৪৬.১৯	৫.০০,০০০.০০	৪,৩৪,০৪৬.০৫
(খ)	ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা কর্তন	৫,০০,০০০.০০	৬,২৭.৩৫৫.০০	৩.১০,০০০.০০	৩,১২,০০০.০০
	মোট ঃ	৪১.৬৯,৩৭,২০০.০০	৭১.৮৩,৬৩.২০০.৯৬	৬৭.৮১,১১,৪১৭.০০	৩৫,৫০৯২,৫৯৫.২২

খাতের নং	ব্যয়ের খাত	২০০৫-২০০৬ এর বছরের বাজেট (অনুমিত ব্যয়)	২০০৪-২০০৫ এর বছরের অনুমিত ব্যয়	২০০৪-২০০৫ এর বছরের সংশোধিত বাজেট	২০০৩-২০০৪ এর বছরের প্রকৃত ব্যয়
০১।(ক)	অধ্যাদেশ -১০(এ) বি ধারা মতে মৃত/অক্ষম/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পরিবারবর্গদের দেয় কল্যাণ ভাতা বাবদ	৪০,০০,০০,০০০.০০	৩৫.২৬,৩৮,৫০০.০০	৪০.০০,০০,০০০.০০	২৪.৭৫.৭১,৭১
(খ)	অধ্যাদেশ-৩(এ)৩ সি ধারা মতে বিশেষ সাহায্য, শিক্ষাবৃত্তি, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিশেষ শিক্ষাবৃত্তি এবং দাফন-কাফন বাবদ	১০,০০,০০,০০০.০০	৯,৯৯.৫০,০০০.০০	১০.০০,০০,০০০.০০	৫,৩১.১৬,৩২
(গ)	১০(৩) ধারা মোতাবেক কোন কর্মচারী দায়িত্ব পালনকালে দুর্ঘটনাজনিতভাবে মামলায় জড়িত হইয়া পড়িলে তাহাকে আইনগত আর্থিক সহায়তা প্রদান	৫,০০,০০০.০০	-	৫,০০,০০০.০০	
	মোট ঃ	৫০,০৫,০০,০০০.০০	৪৫.২৫.৮৮,৫০০.০০	৫০.০৫.০০,০০০.০০	৩২.৩৮.৯১,৫৩
০২।	প্রাতিষ্ঠানিক খরচ ঃ				
(ক)	অফিসারদের বেতন	৯.০০,০০০.০০	৩,১০.৫০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৩.৩০,২.৭
(খ)	কর্মচারীদের বেতন	১৮,০০,০০০.০০	১০,৬৯.৫০০.০০	১৬,০০,০০০.০০	১১.৩০,২১
(গ)	অন্যান্য ভাতাদি :-				
(০১)	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৮,৫০,০০০.০০	৬,৪২,০০০.০০	৬,০০.০০০.০০	৬.৭০,৩১
(০২)	চিকিৎসা/টিফিন ভাতা	৩.০০,০০০.০০	১,৭১,০০০.০০	২,৫০.০০০.০০	১.৫৩,০১
(০৩)	যাতায়াত ভাতা	৭৫,০০০.০০	৪৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	৩৫,৯১
(০৪)	সম্মানী ভাতা	৩০,০০০.০০	১৬,৫০০.০০	৩০.০০০.০০	২৭,৫০
(০৫)	ধোলাই ভাতা	৫,০০০.০০	২,৯৪০.০০	৫.০০০.০০	৩.২৮
(০৬)	চিত্ত বিনোদন ভাতা	৩৫,০০০.০০	১৮,৫০০.০০	৭৫.০০০.০০	৭৭,৫১
(০৭)	ভ্রমন ভাতা	২,০০,০০০.০০	---	২,০০.০০০.০০	
(০৮)	উৎসব ভাতা	৩.৫০,০০০.০০	২,২৯.৬২০.০০	৩,০০,০০০.০০	২.৩৮,৭৩
(০৯)	কর্মভার ভাতা	৫,০০০.০০	১,৮০২.০০	৫.০০০.০০	৮,৩০
(১০)	যৌথবীমার প্রিমিয়াম	১৫,০০০.০০	১০.৫০০.০০	১৫.০০০.০০	১০,৯৩
(১১)	গ্রেচ্যুইটি ও অবসরভাতা	১,৫০,০০০.০০	১৭,৫০০.০০	৩০.০০০.০০	১৭,০৫
(১২)	ভবিষ্য তহবিল পরিশোধ	১,৫০,০০০.০০	---	১,৫০.০০০.০০	---
(১৩)	ভবিষ্য তহবিল স্থানান্তর	২.০০,০০০.০০	১,৬২,৮৫৮.০০	১.৫০.০০০.০০	---
(১৪)	মহার্ঘ ভাতা	---	১,৭৭,১৭৫.০০	১,৫০,০০০.০০	১.৭৭,০৫
(১৫)	বাড়ী ভাড়া (বিভাগীয় অফিসের জন্য)	১.৮০,০০০.০০	---	১,৮০.০০০.০০	
	মোট ঃ	৪৯.৬০,০০০.০০	২৮,৫৩,৪২৩.০০	৪৫.১৫.০০০.০০	২৭.০৯,৩৪
(ঘ)	অন্যান্য অগ্রিম ঃ				
(০১)	মটর সাইকেল অগ্রিম	১,৫০,০০০.০০	৭০.০০০.০০	১,৫০.০০০.০০	
(০২)	গৃহ নির্মান অগ্রিম	২.৫০,০০০.০০	---	১,০০.০০০.০০	১.০০,০০
(০৩)	ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম	৫.০০,০০০.০০	৩,৮২.০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৩.৯৭,০০
	মোট ঃ	৯.০০,০০০.০০	৪,৫২,০০০.০০	৭,৫০.০০০.০০	৪.৯৭,০০
(ঙ)	অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ ঃ				
(০১)	আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত	৩,০০,০০০.০০	৭০,৭৫০.০০	৩,০০.০০০.০০	---
(০২)	টেলিফোন বিল	১.০০,০০০.০০	৪২,৭০১.০০	১,০০.০০০.০০	২১,০৩
(০৩)	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	২৫,০০০.০০	২.২২১.০০	২৫.০০০.০০	২৩,০০
(০৪)	সার্ভিস ডাক টিকিট ক্রয়	৫.০০,০০০.০০	৩,০০,০০৫.০০	৫,০০.০০০.০০	২,০০,৫০
(০৫)	মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয়	১.০০,০০০.০০	৬৩.৫০০.০০	১,০০.০০০.০০	২৮,২৫
(০৬)	অতির খরচা	২৫.০০০.০০	১৪,৩০৭.০০	২৫.০০০.০০	১১,৫৭
(০৭)	আনুষাঙ্গিক খরচ	৫.০০,০০০.০০	৩,৫০.০০০.০০	৫,০০.০০০.০০	৩.০২,৮৭
(০৮)	আপ্যায়ন খরচ	১.০০,০০০.০০	৭৯.৫০০.০০	১,০০.০০০.০০	৪৪,৬২
(০৯)	টাইপ মেশিন ক্রয় ও মেরামত	৩০,০০০.০০	---	৩০.০০০.০০	---
(১০)	বিজ্ঞাপন খরচ	৩০,০০০.০০	---	৩০.০০০.০০	---
(১১)	পানি ও বিদ্যুৎ	২.০০,০০০.০০	---	২,০০,০০০.০০	---
(১২)	জ্বালানী খরচ	২.০০,০০০.০০	---	২,০০,০০০.০০	---
(১৩)	ব্যাংক চার্জ/কমিশন	২.০০,০০০.০০	৭৫.০০০.০০	২,০০,০০০.০০	৩০,৮৮
(১৪)	কম্পিউটার ক্রয়, প্রশিক্ষণ এবং কম্পিউটার ও এ.সি. সংরক্ষণ	১৭,০০,০০০.০০	১.২৫,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১.২২,০৩
(১৫)	গাড়ী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৮,০০,০০০.০০	৪২,৭৫১.০০	১০,০০,০০০.০০	৩২,৭৪
(১৬)	ফটোষ্টাট মেশিন ক্রয়	১,০০,০০০.০০	৫৫,৫০০.০০	১৮,০০,০০০.০০	৩৮,৯০
(১৭)	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	২.০০.০০০.০০	---	৮০.০০০.০০	
			---	২,০০,০০০.০০	
	মোট ঃ	৬১.২০,০০০.০০	১১.৭৭.৭৪৯.০০	৭৫,০০,০০০.০০	১.৬৭.৯০৯
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক খরচ ঃ	১.১৯,৮০.০০০.০০	৪৫.৪৩,৯২২.০০	১.২৭.২৫.০০০.০০	৪২.৭০,৭৮
	মোট খরচ নং ১+২ ঃ	৫১.২৪,৮০,০০০.০০	৪৫.৭১,২৭,৮২২.০০	৫১.৩২,২৫.০০০.০০	৩২.৭৫.৬২,৮৩
০৩।	উদ্বৃত্ত / ঘাটতি	(-)৯,৫৫,৪২,৫০০.০০	২৬.১২,০৫.৭৭২.৩৬	১৬,৪৯,৮৬.৪১৭.০০	২,৭৪.২৬,৭৭
	মোট ঃ	৪১.৬৯,৩৭,৫০০.০০	৭১.৮৩,৬৩,২০০.৩৬	৬৭.৮১.১১,৪১৭.০০	৩৫.০২.১৯,৫৯

(মহা-পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১৮। কর্মচারী প্রতিনিধি, ৩য় শ্রেণী।

১৯। কর্মচারী প্রতিনিধি, ৪র্থ শ্রেণী।

২০। সংশ্লিষ্ট নথি।